দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 26 MAY 20[illegible]
পৃষ্ঠা ... [illegible] কলাম ... ৪

প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নীলফামারী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ব্যাহত হওয়ার আশংকা

নীলফামারী থেকে মোশাররফ হোসেন ঃ নীলফামারী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জাহানারা বেগমের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম ও ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তার অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ২ শতাধিক ছাত্রীর উপবৃত্তি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করা হচ্ছে।

১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারীকরণ করা হয়। নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টির ভূমিকা বেশ সুনাম অর্জন করলেও বর্তমানে প্রধান শিক্ষিকার একনায়কতন্ত্র কায়েমের কারণে শিক্ষার মান দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রধান শিক্ষিকা জাহানারা বেগম দীর্ঘদিন যাবত সহকারী শিক্ষিকা হিসাবে কর্মরত থাকলেও ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দলীয়করণের সুযোগে প্রধান শিক্ষিকা পদোন্নতি পেয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও একনায়কতন্ত্রের কারণে বিদ্যালয়টির সুনাম ক্ষুণ্ন করা হয়। টংগীপড়ার জামাই পরিচিত ও আওয়ামী সরকারের দলীয় জেলা প্রশাসক কামারুল ইসলামের কন্যা এসএসসি পরীক্ষার্থীকে সে সময় অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় সরাসরি নকল সরবরাহ ও নকল করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ভাল ফলাফল নিয়ে পাস করিয়ে দেয়ার পর প্রধান শিক্ষিকার অনিয়ম ও দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে। সে সময় এ সম্পর্কিত সংবাদ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরও আওয়ামী সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তার অনিয়ম ও দুর্নীতি করার আরো উৎসাহ ও প্রশ্রয় দেয়। এ সুবাদে প্রধান শিক্ষিকা বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ না করে অর্থ আত্মসাৎ ও কয়েক বছর পর সম্প্রতি নামেমাত্র ম্যাগাজিন প্রকাশ করে আত্মসাৎকৃত অর্থ সমন্বয় করার চেষ্টা করছে। প্রতি বছরে লাইব্রেরীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করে ভুয়া বই ক্রয় ভাউচার দাখিল করেন। বেঞ্চ ক্রয় ও পরীক্ষার সময় বেঞ্চ পরিবহন সংক্রান্ত ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রতি বছর ১ম, ২য় ও চূড়ান্ত শেণী পরীক্ষায় পরীক্ষার ফি'র অর্থ আত্মসাৎ করে কম মূল্যে নিম্নমানের ভুলেভরা প্রশ্নপত্র ও হাতে লেখা প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ স্কুলে কম্পিউটার রয়েছে। এ ধরনের প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে ছাত্রীরা মনোবল হারাচ্ছে। ছাত্রীদের নিকট থেকে টিফিন ফি আদায় করা হলেও তাদের টিফিন সরবরাহের ভয়ে বেশিরভাগ সময় স্কুল বন্ধ ঘোষণা ও দুপুরের আগেই ছুটি দেয়া হয়। সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন আকস্মিকভাবে ওই স্কুল পরিদর্শন করে স্কুল ছুটি ও প্রধান শিক্ষিকার অনুপস্থিতি দেখে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্কুলের অব্যবস্থাপনা ও নাজুক পরিস্থিতি দেখে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৪ জন শিক্ষককে বদলীর ব্যবস্থা করলেও অজ্ঞাত কারণে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অভিভাবক ও সচেতন মহলের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধান শিক্ষিকার অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে চলতি বছরে ভর্তিকৃত ছাত্রীদের নামের তালিকা সময়মত ও বারবার তাগিদ দেয়ার পরও না পাঠানোর কারণে ২ শতাধিক ছাত্রী উপবৃত্তি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন বলে উপবৃত্তি কর্মকর্তা জানিয়েছেন।